শহর ও জেলার খবর

অনুব্রতের লালবাতি গাড়ি নিয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি— মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ লালবাতি ব্যবহার নিয়ে রাজ্যের কাছে হলফনামা চাইল। এদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, 'চার সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে হলফনামা জমা দিতে হবে রাজ্যকে। এরপর দু' সপ্তাহের মধ্যে জবাবি হলফনামা দেবে মামলার সঙ্গে যুক্তরা'। আগামী জুলাই ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। উল্লেখ্য, বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেন আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। দাখিল মামলায় তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'কী কারণে অনুব্রত মণ্ডল তাঁর গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার করেন? অনুব্রত মন্ডল লালবাতি লাগানো যে গাড়িটি ব্যবহার করেন, সেখানে একটি চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নামে আছে। মামলাকারীর প্রশ্ন, 'যদি এ গাড়ি কোনও ট্রাস্টেরও হয়, তারাই বা কীভাবে লালবাতি লাগানোর অনুমতি পেল?' এই মামলায় আদালত রাজ্যের কাছে এ সংক্রান্ত জবাব তলব করে থাকে। সম্প্রতি বিজেপি লিগ্যাল সেলের এক আইনজীবী কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। মামলায় উল্লেখ রয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি গাড়িতে বেআইনিভাবে নীলবাতি, লালবাতি লাগানো হয়েছে, সেগুলি খুলতে হবে'। যাঁরা বেআইনিভাবে এই গাড়ি ব্যবহার করেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। গরুপাচার মামলায় গত এপ্রিল মাসে বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে তলব করেছিল সিবিআই। যেদিন তাঁকে ডাকা হয়, সেদিনই এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি। হাসপাতালে যে গাড়ি থেকে অনুব্রত নেমেছিলেন, সেই গাড়ির মাথায় লাগানো ছিল লালবাতি। মূলত লালবাতির গাড়ি দু'রকমের হয়। একটি ফ্ল্যাশ যুক্ত লালবাতির গাড়ি, অন্যটি ফ্ল্যাশ বিহীন লালবাতির গাড়ি। ফ্ল্যাশ যুক্ত লালবাতির গাড়িতে চড়তে পারেন রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিধানসভার অধ্যক্ষ, রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা, হাইকোর্টের বিচারপতি। অন্যদিকে ফ্ল্যাশবিহীন লালবাতির গাড়িতে চড়ার অধিকারী রাজ্য সরকারের প্রতিমন্ত্রীরা, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার, কলকাতা পুরসভার মেয়র, রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব। অনুব্রত কোন পদমর্যাদায় লালবাতি গাড়িতে চড়েন সেই প্রশ্ন তুলেছেন মামলাকারী। তবে অনুব্রত মন্ডল পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত দপ্তরের চেয়ারম্যান পদে আসীন।

বাড়ির মধ্যেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন বাবা ও ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১০ মে— বাড়ির মধ্যেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন বাবা ও ছেলে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া জগাছা থানার ইচ্ছাপুর পূর্বপাড়া অঞ্চলে। মৃতদের নাম শৈলেন হাজরা (৬০) ও স্বপ্ননীল হাজরা (২১)। স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ নিজের বাড়ির হিট ট্রিটমেন্ট-এর কারখানায় কাজ করছিলেন শৈলেনবাবু। আচমকাই মেশিনের গণ্ডগোল হওয়ায় তিনি মেশিনের ইলেকট্রিক কানেকশন ঠিক করতে গিয়েই বিদ্যুৎস্পষ্ট হন বলে জানা যায়। তাঁকে বাঁচাতে এসে বিদ্যুৎস্পষ্ট হন তাঁর বড় ছেলে স্বপ্ননীল। এরপর শৈলেনবাবু এবং তাঁর বড় ছেলেকে বিদ্যুৎস্পষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে স্ত্রী এবং মেয়ে দু'জনেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরপরই চিৎকার শুনে ঘুম থেকে উঠে পড়ে ছোট ছেলে ইন্দ্রনীল। কারখানার ঘরে এসে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে লাইন থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কোনওরকমে তার মা এবং দিদির প্রাণ বাঁচায়। এরপর তারা শৈলেনবাবু তাঁর বড় ছেলেকে নিয়ে স্থানীয় এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক না থাকায় তাঁরা হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

প্রয়াত পিয়ারলেস কর্ণধার এস কে রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্যের প্রথম শ্রেণির কর্পোরেট পিয়ারলেস গোষ্ঠীর কর্ণধার সুনীলকান্তি রায় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত পিয়ারলেস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। এস কে রায় নামে সমধিক পরিচিত সুনীলবাবু রামকৃষ্ণ মিশনের কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। মিশনের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি বেকার যুবক যুবতীদের দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। রাজ্যে আর্থিক পরিষেবা,স্বাস্থ্য,আবাসন, হোটেল শিল্প সম্প্রসারণে তিনি অন্যতম অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করেছেন।

কলকাতায় ১৯৪৪ সালের ৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাধেশ্যাম রায়ের হাতে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম তাকে মহীরূহে পরিণত করার ক্ষেত্রে এস কে'র ভূমিকা ছিল প্রধান। পিতার মৃত্যুর পর বড় দাদা বি কে রায় সংস্থার হাল ধরেন। ১৯৮৫ সালে দাদার মৃত্যুর পর এস কে সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের পথীকৃত বলা যায় পিয়ারলেসকে। সংস্থার আর্থিক ব্যবসা সম্প্রসারণে এস কে'র প্রচেষ্টাই দেশে এক অনন্য প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি এনে দেয়। তাঁর সময়েই পিয়ারলেস দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তিনি বিভিন্ন বণিক সভার পরিচালন কমিটির সদস্য ছিলেন। সমাজ সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ২০০৯ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী শিখা, পুত্র জয়ন্ত ও কন্যা দেবশ্রীকে শোকবার্তা পাঠিয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও শোক জ্ঞাপন করেছেন।

গলায় ফাঁস লেগে ঝোলাতেই মৃত্যু, হাইকোর্টকে রিপোর্ট হাসপাতালের

নিজস্ব প্রতিনিধি— মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে মুখবন্ধ খামে নিহত বিজেপি নেতার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জমা পড়লো। গলায় ফাঁস লেগে ঝোলার কারণেই মৃত্যু হয়েছে কাশীপুরের বিজেপি যুব মোর্চা নেতা অর্জুন চৌরাসিয়ার। এদিন মুখবন্ধ খামে অর্জুনের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জমা দিয়েছে আলিপুরের কমান্ড হাসপাতাল। সুত্রে প্রকাশ, গলায় ফাঁস লেগে ঝোলাতেই মৃত্যু ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে গত শনিবার তিন সদস্যের দল আলিপুরের কমান্ড হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করে থাকে। ময়নাতদন্তের ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়। সেই রিপোর্টই এদিন আদালতে জমা পড়ে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট নয়, খুন না আত্মহত্যা করেছেন অর্জুন। শুধু জানা গিয়েছে, গলায় ফাঁস লেগেই মৃত্যু হয় বিজেপির যুব মোর্চা নেতার। পাশাপাশি বলা হয়েছে, এই মৃত্যু 'অ্যান্টিমর্টেম ইন নেচার' অর্থাৎ ঝোলানোর আগেই মৃত্যু হয়েছিল, এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি। কমান্ড হাসপাতালের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে রাজ্যকেই আপাতত অর্জুনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যদিও এখনও সিবিআই তদন্তের দাবিতে অর্জুনের পরিবার রয়েছে বলে জানিয়েছেন নিহত পরিবারের আইনজীবী।

দাসপুরে পুকুরে স্নান করতে নেমে এক ব্যক্তির মৃত্যু, এলাকায় শোকের ছায়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১০ মে— পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার সামাটবেড়িয়া গ্রামে সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম নিমাই পাল, তার বয়স ৫০ বছর। তার পরিবার সূত্রে জানা যায় যে সোমবার রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পর বাড়ির সামনে তিনি পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্নান করতে গিয়ে পুকুর থেকে তিনি বাড়ি ফিরে আসেননি। যার ফলে তার পরিবারের লোকেরা চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করে। বিষয়টি প্রতিবেশীদের জানায় তার পরিবারের লোকেরা। প্রতিবেশীদের নিয়ে তার পরিবারের লোকেরা ওই পুকুরে নেমে তার খোঁজে তল্লাশি চালায়। অবশেষে সোমবার রাত্রি ১১টা নাগাদ পুকুর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শতকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ। মোট ১৯টা সংস্থা নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হলো যার পরিচালনা ও ভাবনায় বিশ্বতানের সংযুক্ত দো। এই অনুষ্ঠানে জ্জথেকে ৭০ সব বয়সের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। ***ছবি– স্বস্তিকা রায়***

কাটল জট, আজ বুধবার বাবুল সুপ্রিয় শপথ নেবেন ডেপুটি স্পিকারের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি— অবশেষে জট কাটল। আজ বুধবার বিধায়ক হিসেবে শপথ নেবেন নব নির্বাচিত তৃণমূল বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয়। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবুল সুপ্রিয়র শপথ গ্রহণ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে রাজভবন এবং বিধানসভার সংঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার বিকেলেও বাবুল সুপ্রিয়র শপথ গ্রহণ নিয়ে হইচই করতে বিধানসভার বাইরে সদলবলে এসেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁবপর তাঁরা রাজভবনে যান বগটুই কাণ্ডে ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিয়ে বৈষম্যের অভিযোগ আনতে। তখনও পর্যন্ত বাবুল সুপ্রিয়র বিধায়ক হিসেবে শপথ নেওয়ার বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি। সন্ধে হতেই জানা যায়, আজ বুধবার শপথ নেবেন বাবুল সুপ্রিয়। তবে এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত রাজ্যপালের শর্তকেই মেনে নিতে হয়। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় আগেই জানিয়েছিলেন, বাবুল সুপ্রিয়কে শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য তিনি ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দিয়েছেন। স্পিকার থাকতে কেন ডেপুটি স্পিকারের কাছে শপথ গ্রহণ? এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বাবুল সুপ্রিয় নিজে টুইট করেছিলেন এই ইস্যুতে। কিন্তু বিতর্ক এড়াতে শেষ পর্যন্ত রাজ্যপালের শর্তই মেনে নিল বিধানসভা। আজ ডেপুটি স্পিকারই শপথবাক্য পাঠ করাবেন বাবুল সুপ্রিয়কে। এদিকে সূত্রের খবর, বাবুল সুপ্রিয় বিধায়ক হিসেবে শপথ নেওয়ার পরে মন্ত্রিসভাতেও রদবদল হতে চলেছে। রাজ্য মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন বাবুল সুপ্রিয়। সেই সঙ্গে মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তি হতে পারে নির্মল মাজিরও।

দাপুটে তৃণমূল নেতার বেআইনি পাঁচতলা বাড়ি আদালতের নির্দেশে ধুলিসাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি—হোক না দাপুটে শাসকদলের নেতার বাড়ি। বেআইনি তো বেআইনিই। আইন যে সবার জন্য সমান, তাই করে দেখাল আদালতের নির্দেশ। বজবজের দাপুটে নেতার অবৈধ সেই বিল্ডিং ভাঙার নির্দেশ দিল আদালত। মঙ্গলবার থেকে শুরু হল সেই ভাঙার কাজ। পুলিশ এবং পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বজবজ পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা বর্তমান ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শেখ লুৎফর হোসন বিশাল একটি বাড়ি বানাচ্ছিলেন। সেই বাড়ি নিয়ে জনৈক এক ভদ্রমহিলা কলকাতা হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন। সেই মামলার রায়েই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রথমে বিল্ডিংটি সিল করার পাশাপাশি সমস্ত প্রকার নির্মাণে স্থগিতাদেশ দেন। পরে সেই বিল্ডিংটি ভাঙার নির্দেশ দেয়। পুরসভার বর্তমান তৃণমূল চেয়ারম্যান গৌতম দাস গুপ্ত জানিয়েছেন, মহামান্য আদালতের নির্দেশ মতই আমরা এই নির্মীয়মান বাড়িটি ভাঙার কাজ হাতে নিয়েছি। তিনি এই জানান, এই বাড়িটি তৈরি করার জন্য পুরসভার রেকর্ড অনুযায়ী কোনও প্রকার অনুমতি নেয়নি। যদিও প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান লুৎফর হোসেন বলেন, বাড়ি তৈরির সময় লিখিত কোনও অনুমতি আমি নিইনি ঠিকই, কিন্তু কারও জমি দখল করে বাড়ি তৈরি করিনি। জমিটি আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি।

সিপিএমের স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ১০মে— ইন্দা এলাকায় পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মঙ্গলবার পূর্ত দফতরের সহকারী বাস্তুকারের কাছে স্মারকলিপি দিল সিপিএমের খড়গপুর শহর পূর্ব এরিয়া কমিটি। কমিটির সম্পাদক সবুজ ঘোড়াই বলেন, ইন্দা মোড় থেকে কলেজ অব্ধি রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডার করতে হবে। রাস্তার দু'পাশে নালা তৈরি এবং নয়ানজুলি সংস্কার করতে হবে। রাস্তার দু'পাশে তৈরি ফুটপাথ সংস্কার করে মানুষের চলাচলের উপযোগী করতে হবে। রাস্তার পাশে বসানো বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারগুলি সরানোর কাজ পুনরায় চালু করতে হবে। এই স্মারকলিপিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়।

আইনজীবীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ খড়গপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ১০ মে— গাড়ি চালাতে চালাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন খড়গপুর মহকুমা আদালতের অ্যাসিট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর দেবাশিস মন্ডল (৫১)। সোমবার গভীর রাতে এই সংবাদ আসামাত্র শোকের ছায়া নেমে আসে খড়গপুরে। সোমবার সকালেই অসুস্থ বোধ করেন দেবাশিস। স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে স্ত্রী ও সহকর্মীকে নিয়ে কলকাতা রওনা হন। ফেরার পথে কোলাঘাট পেরনোর পরেই অসুস্থ বোধ করেন। গাড়ি থামিয়ে ওষুধ খান। তারপরে গাড়ি চালানো শুরু করতেই তীব্র বুকে যন্ত্রণা নিয়ে গাড়ির মধ্যেই লুটিয়ে পড়েন। গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার বাঁদিকের গার্ডরেলে ধাক্কা মারে। স্ত্রী এবং সহকর্মী সামান্য জখম হন। দেবাশিসবাবুকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তৃণমূল নেতা দেবাশিস চৌধুরী বলেন, 'বন্ধুকে হারালাম। কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। নিজেই ড্রাইভিং করত। শুনতো না।' খড়গপুর শহর আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তপন সেনগুপ্ত বলেন, 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। আমার ছোট ভাইয়ের মত ছিল।' প্রয়াত আইনজীবীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মেদিনীপুর জেলা আদালত ও খড়গপুর মহকুমা আদালতে কর্মবিরতি পালন করা হয়।

হাওড়া জুট মিল খোলার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১০ মে– হাওড়া জুট মিল খোলার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ। মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকদের বিক্ষোভ হাওড়া জুট মিলে গেটের সামনে। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভের পর পথ অবরোধও করেন তারা। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশ কে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় শ্রমিকরা। সূত্রের খবর, চলতি বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি বিদ্যুতের বিল বকেয়া থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। বলে মিলে সাস্পেনসন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে মিল বন্ধ করেন কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের অভিযোগ এর ফলে প্রায় ২৬০০ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন। প্রায় দেড় বছর কারখানা বন্ধ। বারংবার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও কোনরকম সুরাহা হয়নি। এ বিষয়ে সরকার ও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে তাদের অভিযোগ। কর্তৃপক্ষের কাছে মিল খোলার দাবি জানালে বারংবার তারা মিটিং ডাকার পরেও মিল খোলার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ। কর্তৃপক্ষের কাছে মিল খোলার দাবি জানালে বারংবার তারা মিটিং ডাকার পরেও মিল খোলার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন শ্রমিকরা। তাই মঙ্গলবার সকালে তারা প্রথমে বিক্ষোভ পরে পথ অবরোধ করতে বাধ্য হন মিলের শ্রমিকরা। তাদের দাবি, শীঘ্রই মিলের সমস্ত কর্মীদের বকেয়া টাকা মেটাতে হবে। দ্রুত মিল খোলার ব্যবস্থা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন বলেও জানিয়েছেন শ্রমিকরা। এদিন বিসিএমইউ এবং বিএসএস যৌথভাবে এই বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করে।

'অশনি'র ধাক্কায় মঙ্গলবার সকালের বৃষ্টিতে নাজেহাল অবস্থা পথচারীদের। — দিলীপ দত্ত

শিক্ষক নিয়োগে ফের জনস্বার্থ মামলা, প্রশ্ন তুললো রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি— মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে করা বিজেপির জনস্বার্থ মামলা নিয়ে প্রশ্ন তুলল রাজ্য। এদিন রাজ্যের এজি সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এজলাসে জানান, ২০১৪ সালে টেটের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। ২০১৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ওই পরীক্ষার ফল বেরোয়। পরের বছর থেকে নিয়োগ শুরু হয়। হাইকোর্টে মামলা করা হয় এ বছরের ৪ মে।

৬ বছর পর মামলা কেন? যিনি মামলা করেছেন তিনি কোনও চাকরিপ্রার্থী বা শিক্ষক নন। এমনকি, কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এই মামলার পিছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে?' এইভাবে জোরালো সওয়াল করতে দেখা যায় রাজ্যের এজি কে। কলকাতা হাইকোর্ট এর প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ, 'রাজ্যকে তার বক্তব্য সাত দিনের মধ্যে হলফনামা আকারে দিতে হবে। এই জনস্বার্থ মামলায় সামান্য ত্রুটি রয়েছে'। পাশাপাশি আদালত জানিয়েছে 'মামলাকারীকেও তা সংশোধন করতে হবে'। আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিন কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, '২০১৭ সালে নিয়োগ হয়েছিল, অথচ সে সংক্রান্ত মামলা দায়ের করতে পাঁচ বছর সময় লেগে গেল? ২০১৪ সালে এই টেট হয়। ২০১৬ সালে ফল প্রকাশ হয়। ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয় নিয়োগ প্রক্রিয়া'। মামলাকারী আদালতের দ্বারস্থ হয়ে জানান, 'এই নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। এই তদন্ত সিবিআইকে দিয়ে করানো হোক'। এদিন এজি জানান, 'এমন একজন মামলা করলেন যিনি কোনও পরীক্ষার্থী নন, শিক্ষক নন কিংবা কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তও নন'। তবে হাইকোর্ট এদিন রাজ্যের কাছে হলফনামা চেয়েছে। হলফনামায় আদালত জানতে চায়, 'কোন প্রক্রিয়ায় এই নিয়োগ হয়েছিল, কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, কারাই বা চাকরি পেলেন?' ইতিপূর্বে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে ভৎসনা জুটেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতির। ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার জন্য ২০১৮ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'ভুল প্রশ্নের উত্তর যারা দিয়েছেন তাদের পূর্ণাঙ্গ নম্বর দিতে হবে'। তবে পর্ষদ তা করেনি। যা আদালত অবমাননা বলে মনে করে আদালত। আগামী সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে বলে জানা গেছে।

থ্যালাসেমিয়া রোগের বিস্তার রোধের লক্ষ্যে ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসাত, ১০ মে— সারা বিশ্ব ও দেশের অগণিত থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত মানুষের সুস্থতা এবং এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া রোগের বিস্তার রোধের লক্ষ্যে মঙ্গলবার ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালায়েড হেলথ সায়েন্স বিভাগ কর্তৃক বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস পালিত হয় নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেন ড. এ. এন. শ্যামসুন্দর কিরণ, সহকারী অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস, কল্যাণী এবং ড. রাজেশ সিকদার, ভারপ্রাপ্ত প্রধান, থ্যালাসেমিয়া বিভাগ, বারাসাত গভর্মেন্ট হসপিটাল। এছাড়াও ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালায়েড হেলথ সায়েন্স বিভাগের ছাত্ররা একটি থ্যালাসেমিয়া রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক পথনাটিকা প্রদর্শিত করেন এবং ছাত্রদের নিয়ে থ্যালাসেমিয়া বিষয়ক ক্যুইজ এবং পোস্টার প্রদর্শন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেন এদিন। তার সঙ্গে থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষ্যে থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের রক্তপরীক্ষের ব্যবস্থাও করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের সুপ্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে জেইস ও গ্রিনটেক গ্রুপের সহযোগিতায় মাইক্রোস্কোপের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ শিবিরেরও ব্যবস্থা করা হয় এদিন।

জঞ্জালমুক্ত বারাসাত গড়ার পরিকল্পনায় পৌরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসাত, ১০ মে— গত ১ বছরেরও বেশি সময় ধরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বারাসাতবাসীকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একাধিকবার প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে বারাসাতের বাসিন্দা থেকে শুরু করে বিরোধীদের। যদিও, এই নিয়ে তৎপর ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গেছে বারাসাত পৌরসভাকে। দীর্ঘদিন ধরে তারা এই সমস্যার রূপায়ণের চেষ্টা করছে। অবশেষে সেই কাজ যে সমাপ্তের পথে তা জানালো বারাসাত পৌরসভা। বিরোধীদের মুখে কুলুপ এঁটে দিয়ে বারাসাত পৌরসভার পৌরপারিষদ সদস্য সৌমেন আচার্য্য বলেন, সমস্যার সমাধান আছেই, কাজ চলছে খুব শীঘ্রই এই জঞ্জাল সমস্যা সমাধান হবে। প্রতিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক এক্সট্রা সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। আশাবাদী আর মানুষকে এই নিয়ে কোনো অভিযোগ জানাতে হবে না। এর সাথে তিনি বলেন, বর্ষাকালে জল জমে যাতে মানুষের আর অসুবিধা না হয় সে জন্য অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে জল নিষ্কাসনের ব্যবস্থা করা হবে। আশা করবো খুব শীঘ্রই বারাসাত শহরকে জঞ্জাল মুক্ত শহর করে, সাধারন মানুষকে এক সুন্দর বারাসাত শহর উপহার দিতে পারব। এছাড়াও বিরোধীদের নানান মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার উক্তি, বিরোধীরা শুধু বারাসাত নয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্ম নিয়ে নানারকম মন্তব্য করেন। আসল কথা হল ভালো কাজ ওনারা দেখতে পান না।

জঙ্গল মহলে জনসংযোগ ও সমাধান শিবির গুড়গুড়িপাল থানার পুলিসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১০ মে— জঙ্গল মহলের মানুষের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিস। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা যেসব অভিযোগে র এখনো কোনো নিষ্পত্তি হয়নি সেগুলি নিয়ে মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গুড়গুড়িপাল থানার উদ্যোগে ধেড়ুয়ায় একটি শিবির করা হয়। এতে পুলিশের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ওই সমাধান শিবিরে গিয়ে এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের পুরাতন অভিযোগগুলি পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের বলেন। বেশ কিছু সমস্যা পুলিশের উদ্যোগেই মঙ্গলবার সেখানেই সমাধান করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত ওই জনসংযোগ ও সমাধান শিবিরে ওই এলাকার সর্বস্তরের মানুষ শামিল হয়েছিলেন। আগে মানুষ পুলিশ দেখলে ছুটে পালিয়ে যেত। এখন পুলিশ গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনছে। কোথাও কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা তা জানার চেষ্টা করছে। তাই পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি ওই এলাকার সর্বস্তরের মানুষ। একসময় মাওবাদীদের দুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল। ওই এলাকায় বর্তমানে মাওবাদীদের আর কোনো অস্তিত্বই নেই। উন্নয়নের মাধ্যমে ওই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই পুলিশ মানুষের অভাব অভিযোগ গুলির সমাধান করার জন্য মঙ্গলবার ওই সমাধান শিবিরের আয়োজন করে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। আগামী দিনেও এই ধরনের আরও শিবির করা হবে বলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্তে সিবিআই

আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে খুনের হুমকি পেয়ে বিজেপি কর্মী শান্তিনিকেতন থানায়

খায়রুল আনাম

বিগত বিধানসভা ভোটের পরই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বহু সংখ্যক মানুষ খুন হয়ে যান বলে অভিযোগ ওঠে। এছাড়াও হিংসাত্মক বিভিন্ন ঘটনায় অনেককে যেমন ঘরছাড়া হতে হয় তেমনি, তাঁদের বাড়িঘর লুঠ, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। বিগত বিধানসভা ভোটে বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেসের চন্দ্রনাথ সিংহ। আর ভোটের ফলাফল ঘোষণার দিনই বোলপুর বিধানসভা এলাকার ইলামবাজার থানার গোপালনগরে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী গৌরব সরকারকে প্রকাশ্য দিনের আলোয় বাড়ি থেকে বের করে তাঁর মা, বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সামনেই পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরাই এই খুন করে বলে মৃত গৌরব সরকারের বাবা গৌরাঙ্গ সরকার ইলামবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্তভার সিবিআই হাতে পাওয়ার পরে, একাধিকবার গোপালনগরে গিয়ে তদন্ত চালায়। এখনও সেই তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং কয়েকজন বোলপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। সিবিআই আধিকারিকরা বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে এসে যে সব চিকিৎসকেরা গৌরব সরকারের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করেছিলেন, তাঁদের সাথে কথা বলেন এবং বেশকিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যান।

এবার গৌরব সরকারের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে শনিবার ৭ মে বিজেপির পক্ষ থেকে গোপালনগরে গৌরব সরকারদের পারিবারিক জমিতে তৈরী গৌরব সরকারের শহীদ স্মারক বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান বিগত বিধানসভা ভোটে বোলপুর কেন্দ্রের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়, নিহতের বাবা গৌরাঙ্গ সরকার ও অন্যান্যরা। আর এরপরই ওই রাত্রেই যে সব বিজেপি কর্মীরা গোপালনগরে গৌরব সরকার স্মরণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেরই বাড়িতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা প্রাণে মারার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। ওই স্মরণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বোলপুর বিধানসভা এলাকার শান্তিনিকেতন থানার রূপপুর গ্রামের বিজেপির কার্যকর্তা দীপক প্রধান। তিনি বেশকিছু বিজেপি কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার ১০ মে শান্তিনিকেতন থানায় এসে লিখিতভাবে অভিযোগ করেন যে, রাত্রে তাঁর বাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী শেখ মিন্টু আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হানা দেয় এবং সে বিজেপি করলে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে। গৌরব সরকার খুনের তদন্ত সিবিআই চালানোয়, এই খুনের হুমকির বিষয়টিও সিবিআইকে জানানো হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।

নদী ভাঙনে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দিন গুনছে খাসতালুক, নিষ্ক্রিয় গ্রামপঞ্চায়েত

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ১০ মে— কাঁসাই নদী ভাঙনের ফলে ইতিমধ্যেই পাড় বরাবর সাত বিঘা কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। বর্ষা দরজায় কড়া নাড়ছে। ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে খড়গপুর ১নং ব্লকের বড়কোলা গ্রামপঞ্চায়েতের গোটা খাসতালুক গ্রামটাই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এই আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। বারংবার বড়কোলা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধানকে এই সমস্যার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রধান কোনো পদক্ষেপ নেননি। তাই বাধ্য হয়েই খড়গপুর ১নং ব্লকের বিডিও এবং সেচ দফতরের কংসাবতী ক্যানেল ডিভিশনের কার্যনির্বাহী বাস্তুকারের শরণাপন্ন হয়েছেন গ্রামবাসীরা। খাসতালুকের বাসিন্দা মৃগেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিন্টু মুদি অনন্ত মাঝিরা বলেন, কাঁসাই নদীর পাড় ঘেঁষে খাসতালুক গ্রাম। বিস্তীর্ণ এলাকার জল গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়া একটা বড় কাঁচা নালার মধ্য দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ছে। প্রবল গতিতে জল যাওয়ার জন্য এই নালার দু'দিকেই ভাঙন হয়েছে। নদীপাড়ের রক্ষণাবেক্ষণ না থাকায় পাড় বরাবরও নদী ভাঙছে। এর ফলে গ্রামের মানুষের বিপদ বাড়ছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ভাঙন রোধ করতে না পারলে আগামী বর্ষায় গোটা গ্রামটাই কাঁসাইয়ের গর্ভে চলে যেতে পারে। এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানকে বারংবার ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রধান মানুষের এই আশঙ্কাকে গুরুত্ব দেননি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে বড়কোলা গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান স্বপন বেরা বলেন, 'আমাদের কাছে কেউ অভিযোগ জানান নি। আর নদীভাঙন নিয়ে আমাদের করার কিছু নেই। ওটা বিডিও, জেলা পরিষদ দেখবে।'

গ্রামপঞ্চায়েত নিজস্ব ফান্ডের টাকায় এই কাজ করতে পারত, এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপপ্রধান স্বপন বেরার বক্তব্য, আমরা নিজস্ব ফান্ডের টাকায় উন্নয়নের কাজ করব।

খড়গপুর ১নং ব্লকের জেলা পরিষদ সদস্য পিকু মান্ডি বলেন, 'গ্রামের মানুষ আমার কাছে এসে তাদের সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। আমি ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে নিজে এলাকা পরিদর্শন করি। গ্রামপঞ্চায়েতের যে ভূমিকা নেওয়ার কথা ছিল তারা সেইভাবে কাজ করেনি। আমি বিডিও এবং সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ারকে জানাব। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে গোটা গ্রামটার অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যাবে।'এ প্রসঙ্গে খড়গপুর ১নং ব্লকের বিডিও দেবদত্ত চক্রবর্তী বলেন, 'আমার হাতে গ্রামবাসীদের অভিযোগপত্র এখনও এসে পৌঁছায়নি। আমি খোঁজ নিচ্ছি।'